রাষ্ট্র ও জন-প্রত্যাশা

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

রাষ্ট্র ও জন-প্রত্যাশা

অধ্যাপক ফজলুর রহমান
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ও
সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, সিলেট

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র ও জন-প্রত্যাশা

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মিসেস খায়রুন নেছা খাতুন
দার-আল খায়ের
মানিকপীর রোড, সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩

গ্রন্থ সত্ত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াজিহা মাহমুদ মানহা

অক্ষরবিন্যাস
মোঃ আব্দুল মুমিন

মুদ্রণ
পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
১১২, আল-ফালাহ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট
মোবাইল : ০১৭১২-৮৬৮৩২৯
E-mail : foysol–sylhet@yahoo.com

শুভেচ্ছা মূল্য
৫০ টাকা

Rastro O Jano-Prothasha, by Professor Fazlur Rahman
Published by : Mrs. Khairun Nessa Khatun, Printed by : Pandulipi Prokashon, 112, Al Falah Tower, East Dopadigirpar, Sylhet.
1st Edition January 2019. Price : Tk. 50

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে - ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী রাসুল সম্পর্কিত কিছু কথা - ১৩

তৃতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য - ৩০

পরিশিষ্ট - ৪০

www.nagorikpathagar.org

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

- ★ ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান?
- ★ স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন
- ★ সেকুলারিজম
- ★ বাইয়াত
- ★ জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে

রাষ্ট্রের নিকট জনগণের কি প্রত্যাশা? রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কোন ধরনের হওয়া উচিত? জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে?—এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলে অতীতের রেফারেন্স টানতে হয়। ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। অন্যথায় সামনে পথচলার দিকনির্দেশনা লাভ করা মুশকিল হয়ে যায়। একটা মশহুর কথা এ মুহূর্তে স্মরণ হয়ে গেল যা এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না। কথাটি হলো—'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা—ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।' এ কথা যেমন সত্য, তেমনি আরো একটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য হলো—'এর পরিণতি সুখকর হয় না।'

বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক, —আমাদের দেশে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানোর সময় সেকণ্ডারী লেভেল থেকে মাস্টার ডিগ্রির ছাত্রছাত্রীদের মনে হবস (Hobbes) ও লক (Locke) এর একটি মতবাদ বদ্ধমূল করে দেয়া হয়। মতবাদটি 'origin of state' —'রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে সর্বপ্রথম উৎপত্তি হল'—সম্পর্কিত।

হবস (Hobbes) ইংল্যান্ডের একজন নাম করা রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে 'Leviathan' নামে একটি বই লিখেন। বইটিতে তার মতামত প্রকাশিত হয়। তার মতবাদ হলো—পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের আগে সকল মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্যে' (State of Nature) বসবাস করত। এ রাজ্যে এক মানুষ অন্য মানুষকে হয় বধ করত না হয় নিজে অন্য দ্বারা নিহত হবার ভয়ে ভীত থাকত। তখনকার মানুষের জীবন ছিল 'হবস' এর ভাষায় 'Solitary, poor, nasty, brutish and short.' অর্থাৎ 'সঙ্গীহীন, ঘৃণ্য, পাশবিক, কদর্য্য এবং ক্ষণস্থায়ী।' অসহ্য এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষ ভেবে চিন্তে পরস্পর মিলে একটি সামাজিক চুক্তি—Social

www.nagorikpathagar.org

Contract করল। চুক্তির ভাষা ছিল— I authorise and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men on this condition that thou give up thy right to him and authorise all his action in like manner. অর্থাৎ 'আমি এ ব্যক্তি/ এ ব্যক্তি সমষ্টিকে ক্ষমতা প্রদান করছি এবং আমাকে শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতা তার/ তাদের নিকট সমর্পণ করছি, এ শর্তে যে, তুমি ও এ পদ্ধতিতে তোমার ক্ষমতা তাকে/ তাদেরকে প্রদান করো এবং তোমাকে শাসন করার নিরঙ্কুশ অধিকার তার/ তাদের নিকট হস্তান্তর করো।'

হবস মনে করেন—এভাবেই জনসাধারণের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সরকারের উৎপত্তি হয়।

জন লক (John Locke) ইংল্যান্ডের আরো একজন রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাবিদ। তিনি একই বিষয়ে 'Two treaties of Civil Government' নামে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি বই লিখেন। তার মতামত হল—রাষ্ট্র ও সরকারের উদ্ভবের আগে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্যে' বসবাস করত। সেখানে জনগণ প্রথমে শান্তিতে ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ ও নিরপেক্ষ বিচারকের অভাবে জুলুম, ছিতম ও বেইনসাফি শুরু হয়। তখন নিরপেক্ষ বিচারক ও শাসকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতি থেকে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে একটি সামাজিক চুক্তি Social Contract করে। চুক্তির মূলকথা নিম্নরূপ :–

জনসাধারণ এ পর্যন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল, তারা তা পরিত্যাগ করবে। তারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারাচ্ছে তার বিনিময়ে আরো বেশি অধিকার ভোগ করতে পারবে এবং শান্তি ও স্বস্তিতে তাদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষিত হবে।

তারা এ পর্যায়ে শাসক পছন্দ করে। শাসকের সাথে তারা আরো একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। শাসককে শর্ত দেয়া হয় যে, তিনি তাদেরকে সুখ ও শান্তিতে বসবাস করা এবং তাদের জীবন ও সম্পদ ইনসাফের ভিত্তিতে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিবেন। যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন,

www.nagorikpathagar.org

তাহলে জনগণ তাকে অপসারণ করে নতুন শাসক বাছাই করার অধিকার রাখবে।

হবস তার মতবাদ প্রকাশ করেন ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আর লক তার মতবাদ প্রকাশ করেন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে। কিন্তু কবে, কোথায়, কোনদেশে, কোন এলাকায় এ চুক্তি হয়েছিল; চুক্তির সময় কারা, কতজন উপস্থিত ছিল, যে শাসকের সাথে চুক্তি হল উনি কে? চুক্তির দলিল উনারা পেয়েছিলেন কিনা, কোন্ ভৌগলিক এলাকায় সর্বপ্রথম এ চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় যার অনুসরণে পরবর্তীতে এ জাতীয় চুক্তি পৃথিবীর নানা প্রান্তে হতে থাকে—এ ব্যাপারে লেখকদ্বয় নীরব। তবে তাদের আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় যে ইংল্যান্ডে/ ইউরোপে এ জাতীয় চুক্তি সর্বপ্রথম সম্পাদিত হয়।

লেখকদ্বয়ের জন্মের বহু বহু আগে পৃথিবীতে অনেক সভ্যতা গুজরে গেছে—সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, মহেন—জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা, আদ ও সামূদ জাতীর সভ্যতা ইত্যাদি। এ সভ্যতাগুলো কি রাষ্ট্র ও সরকারবিহীন অবস্থায় জন্মলাভ করেছিল— এ সমস্ত ব্যাপারে তারা নীরব। আসলে হবস ও লকের মতবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক মতবাদ যা আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদেরকে গিলানো হচ্ছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত জগাখিচুড়ী— এ জাতীয় আরো কিছু মতবাদ আছে যা আলোচনা করে লেখার ভলিউম বৃদ্ধি করা নিরর্থক মনে করছি। বাস্তবে এ মতবাদ অনুসরণে রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে উঠার কোন ইতিহাস নেই।

আসল ইতিহাস জানতে হলে আরো একটু পিছনে যেতে হবে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়া'লা মহাবিশ্ব ও সৌরজগত এবং আমাদের এ পৃথিবী সৃষ্টি করে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাঁর প্রতিনিধি—তাঁর খলিফা সৃষ্টি করবেন। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩০)

সিদ্ধান্তানুসারে আল্লাহ্ তায়া'লা পৃথিবী থেকে মাটি সংগ্রহ করে খামির বানিয়ে তা দিয়ে মানুষের 'সুরত' তৈরি করলেন। জড় পদার্থ দিয়ে মানুষের সুরত বানিয়ে তিনি তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দিলেন। অমনি

www.nagorikpathagar.org

মাটির বানানো মূর্তি জীবন্ত যুবক অবস্থায় মানুষ 'আদমে' পরিণত হলেন। বিনা মা বাবায় আদম সৃষ্টি হলেন। (সূত্র : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩১)

ঐ ঐতিহাকি ঘটনা মুষ্টিমেয় নাস্তিক বাদে সকল ধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন। (চাই সে ধর্ম সঠিক হোক বা বেঠিক হোক।) প্রথম মানুষ আদমকে কেউ আদম, কেউ Adam, কেউ মনু, কেউ বা অন্য কোন নামে ডাকে কিন্তু মানুষ সৃষ্টির এ ইতিহাস সবাই সত্য বলে জানে। আল্লাহ তায়া'লা আদম ও তার বংশধরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর খলিফা বানিয়ে পাঠাবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আদম সৃষ্টির পর তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার আগে আপাতত—For the time being— জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করেন। তাকে সুখ, সঙ্গ ও শান্তি দেবার জন্য তাঁর বাম পাঁজর থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। মা হাওয়াও বিনা পিতা-মাতায় যুবতী অবস্থায় সৃষ্টি হলেন। আল্লাহ পাক বিবি হাওয়াকে আদমের সাথে বিয়ে দিলেন। 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড় ও সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা যুমার, আয়াত : ৫)

আল্লাহ আদমের 'সুরতে' রূহ ফুঁকে দেন। তিনি তখন শুধু আদম-হাওয়ার রূহই ফুঁকে দেননি—আদম জাত মানবজাতীয় সকল নর ও নারী যাদের সৃষ্টি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হবে—তাদেরও রূহ ফুঁকে দেন। আল্লাহ্ তায়া'লা আরো একটি কাজ করলেন—আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিতব্য সকল নর-নারীর রূহ বের করে, তাদেরকে চেতনা ও কথা বলার শক্তি দান করে জিজ্ঞেস করলেন—'আমি কি তোমাদের রব নই?' সকল রূহ এক সাথে জবাব দিল—'নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক–আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

(সূত্র : সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭২)

এ সাক্ষ্য লওয়ার পর আল্লাহ আদমের পীঠ থেকে বের হওয়া সকল রূহকে আলমে আরওয়া অর্থাৎ রূহের জগতে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। আলমে আরওয়া কোথায়—আমরা জানিনা—তবে এটা চিরসত্য যে, মায়ের গর্ভে জন্মের পূর্বে আমরা সবাই রূহের জগতে ছিলাম।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের রূহ আদমের পীঠ থেকে বের হয়ে প্রথমে আলমে আরওয়াহ, তারপর আলমে দুনিয়ায়, আর মৃত্যুর পর আলমে বারযাখে, অতঃপর আলমে আখেরাতে অবশ্যই পদার্পণ করতে হবে। এটাই মানবজাতির নিয়তি। আর শেষ পরিণতি হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম যেখানে চিরদিন অবস্থান করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়া'লা যে আত্মাগুলো অর্থাৎ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তার কোন পরিসমাপ্তি নেই—আছে শুধু স্থানান্তর।

আবার আমাদের আদি মাতা ও পিতা আদম হাওয়ার কাহিনীতে চলে যাই। আদম-হাওয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জান্নাতে দিন কাটাতে থাকলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের সবকিছু ভোগ করার অধিকার দিলেন কিন্তু একটা গাছের নিকট যেতে ও তার ফল খেতে নিষেধ করলেন। এদিকে আগুনের তৈরি ইবলিস যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়—সে মানবজাতির চির-শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে আদম-হাওয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাঁদেরকে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করায়। শয়তানের চটকদার কথায় লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে আদম-হাওয়া ভুলবশতঃ আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করেন। ফলে শুরু হয় প্রতিক্রিয়া। তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দেন।

(সূত্র : সূরা আরাফ, আয়াত : ২৩)

আল্লাহ্ তাওবা কবুল করে আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, যেখানে পাঠানোর জন্য তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সাথে সাথে 'ইবলিশ ও তার বংশধর যে মানবজাতির চির দুশমন'—সে কথা ও তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন; একই সময়ে ইবলিশকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

পৃথিবীতে আদম-হাওয়াকে পাঠানোর আগে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সৃষ্টি করে রাখেন। 'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৯)

www.nagorikpathagar.org

আদম ও হাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী। তারা উলঙ্গ ছিলেন না, অসভ্যও ছিলেন না।

উল্লেখ্য যে, জান্নাতে আদম-হাওয়ার অবস্থানকালীন সময়ে তাদেরকে জান্নাতী পোশাক পরতে দেওয়া হয়। যখন তাঁরা নিষিদ্ধ গাছের ফল খান তখন আপনা আপনি জান্নাতী পোশাক তাঁদের শরীর থেকে খসে পড়ে। আদম ও হাওয়া উলঙ্গ অবস্থায় অত্যন্ত শরমবোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা জান্নাতী গাছপালার পত্রসমূহ ছিড়ে তাদের শরমগাহ্ ঢেকে ফেলেন এবং আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেন। আল্লাহ তায়া'লা তাওবা কবুল করে আবার তাঁদের জান্নাতী পোশাক পরার ব্যবস্থা করেন। যখন তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তখনও তাদের পরণে জান্নাতী পোশাক ছিল।

আল্লাহ বেহেশতে আদমকে সবকিছুর জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছিলেন।
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩১)

পৃথিবীতে কার্পাস গাছের সৃষ্টি করা হয়। কার্পাস থেকে তুলা—তুলা থেকে সূতা, —সূতা থেকে কাপড় কিভাবে বানাতে হয়, তাও আদম শিখে এসেছিলেন। ফলে তাঁদেরকে এক মুহূর্তের জন্য ও উলঙ্গ থাকার প্রয়োজন পড়েনি। এদিকে তাদের সন্তানগণও পিতামাতার মাধ্যমে পোশাক লাভ করেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে আমাদের কোমলমতি সন্তানদেরকে শিখানো হচ্ছে—'আদি মানুষ উলঙ্গ ও অসভ্য ছিল।'*

*** বি.দ্র. ১**

আগেকার যুগের কাপড় ও তার মান সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মিশরীয় রাজা-বাদশাহ (ফেরাউন) ও তাদের পরিবারবর্গ যে উন্নতমানের পোশাক পরতেন তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (সাড়ে তিন হাজার বছর পর) এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। যেকোন ব্যক্তি ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করলে তা নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

বি.দ্র. ২

নবী সুলায়মান (আ.) প্রায় তিন হাজার বছর আগে ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তিনি সাবার (ইয়েমেনের একটি অংশ) রানীকে তাঁর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। রানী দাওয়াত কবুল করে ফিলিস্তিনে চলে আসেন।

আজকাল রাস্তা ও প্রাসাদের মাঝখানে বাগান থাকে। সুলায়মান (আ.)-এর প্রাসাদ ও মেইন রাস্তার মাঝখানে বাগান ছিল না—ছিল জলাধার। জলাধারের পানির উপর খুব উন্নতমানের ভারী, মজবুত এবং বিরাট আকারের সচ্ছ কাঁচ ফিট করা ছিল। কাঁচে কোন জোড়া ছিল না। ফলে অনুমান করা যায় কাঁচটি কত বড় সাইজের ছিল। সাবার রানী প্রাসাদ ও রাস্তার মাঝখানে পানি দেখে কাপড় তুলতে চেয়েছিলেন। পরে উপলব্ধি করেন পানির উপর সচ্ছ কাঁচ ফিট করা। তখন তিনি কাঁচের উপর দিয়ে হেঁটে প্রাসাদে প্রবেশ করেন। ঘটনা থেকে জানা যায় আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে কত উন্নতমানের কাঁচ তৈরি হত। মানস চক্ষে দেখা যায় তখনকার বিজ্ঞান ও টেকনোলজী কত উঁচুদরের ছিল। (সূত্র : সূরা-নামল)

যারা বলে আগের মানুষ উলঙ্গ ও অসভ্য ছিল তারা কল্পনা ও অনুমান নির্ভর কথা বলেন ও ইতিহাস লিখেন, আর এ সমস্ত অনুমান নির্ভর কাল্পনিক সিলেবাস আমাদের সন্তানদের মগজে ঢুকানো হয়।

আল্লাহ তায়া'লা আদম ও হাওয়াকে অজ্ঞতা, মুর্খতা, অন্ধকার ও পথনির্দেশবিহীন অবস্থায় দুনিয়ায় ফেলে দেননি। বরং প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করান।

প্রথম মানুষ আদম (আ.) নবী হবার কারণে তাঁর কাছে ফেরেশতা সর্দার জিবরাইল (আ.) নিয়মিত আসতে থাকেন। শুরু হয় মানুষের জন্য জীবনযাপন পদ্ধতি/ জীবন বিধান/ দ্বীন/ ধর্ম প্রদান।

'আমি (আল্লাহ্) বললাম তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয় ও

www.nagorikpathagar.org

চিন্তাভাবনার কোন কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, এবং আমার বাণী ও আদেশ নিষেধ প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে নিশ্চিন্ত জাহান্নামী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূত্র : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩৮-৩৯)

আদম (আ.) ও হাওয়াকে পৃথিবীতে দুটি স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। তারা মিলিত হন মক্কা শরীফের আরাফাত ময়দানে। মিলিত হবার পর তাঁরা স্বামী স্ত্রী হিসাবে পারিবারিক বন্ধনে বসবাস শুরু করেন। বিবি হাওয়া গর্ভধারণ করেন। প্রতিবার প্রসবের সময় তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। যখন সন্তানগণ যৌবনে উপনীত হতে থাকেন, তখন প্রথমবারের ছেলে সন্তানের সাথে দ্বিতীয় বারের কন্যাসন্তান এবং প্রথমবারের কন্যাসন্তানের সাথে দ্বিতীয় বারের পুত্র সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এটা ছিল তখনকার সময়ের শরীয়ত। এভাবে আদম সন্তান বাড়তে থাকে আর মানবসমাজ গড়ে উঠে। প্রথম মানব সমাজের সমাজপতি হন আদম (আ.)। একই সাথে তিনি হন পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির এটাই একমাত্র ও সঠিক ইতিহাস। উল্লেখ্য যে, আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া পবিত্র মক্কা শরীফের আরাফাত ময়দানে একত্রিত হবার পর মানবজাতি কখনও নেতৃত্ব-বিহীন ছিল না। অবশ্য পরবর্তী সব নেতৃত্ব সঠিক মানের ছিল কিনা সে কথা আলাদা।

বি.দ্র. State of nature অর্থাৎ 'প্রকৃতির রাজ্যে' মানুষের বসবাস ছিল নিছক একটি অবাস্তব গল্প।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী রাসুল সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদিস অধ্যয়নে জানা যায় নবী রাসুলদের সংখ্যা কমপক্ষে একলাখ চব্বিশ হাজার। প্রথম নবী আদম (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। আল কুরআনে পঁচিশ জন নবী রাসুলদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী কমপক্ষে এক লাখ তেইশ হাজার নয়শ পঁচাত্তর জনের নাম আমাদের জানা নেই। আদম (আ.) দ্বীন ইসলামের প্রথম নবী। তিনি মানব সমাজে সর্বপ্রথম দ্বীনে হক প্রবর্তন করেন। মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের প্রথম প্রবর্তক নন। অথচ বহু উচ্চশিক্ষিত লোক অজ্ঞতাবশত মুহাম্মদ (সা.)-কে ইসলামের প্রবর্তক হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসুল। মুহাম্মদ (সা.) এর জামানা থেকে ইতিহাস কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ আছে। মুহাম্মদ (সা.) এর যুগের ইতিহাস সুরক্ষিত আছে। তাঁর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আওয়াল মাসে আর ইন্তেকাল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আওয়াল মাসে।

নবী রাসুলদের ব্যাপারে সাধারণভাবে কিছু কথা

১. নবী রাসুল আল্লাহর দ্বারা মনোনীত তাঁর দ্বারা প্রেরিত মানুষ।

২. তাঁরা আল্লাহ্ দ্বারা প্রশিক্ষিত ও গাইডেড্ (guided)।

৩. ফেরেশতা সর্দার জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নবীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতেন।

৪. নবী রাসুলদের কয়েকজন ছিলেন আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত।

৫. নবী রাসুলগণ নিজেদেরকে আল্লাহ্র দাস, তাঁর চাকর, তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর খলিফা, তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মনে করতেন।

www.nagorikpathagar.org

৬. যে নবী যে কওমের জন্য এসেছিলেন তিনি ছিলেন সে কওমের Model. private life এ ব্যক্তিগত জীবনে হোক কিংবা public life এ সামষ্টিক জীবনে হোক—সর্বাবস্থায় নবীগণ ছিলেন Model.

৭. সকল নবী মুখে যা বলতেন, অন্তরে তা বিশ্বাস করতেন এবং আমল করে তা দেখিয়ে দিতেন।

৮. নবী রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ্ দ্বারা এমন ভাবে সুরক্ষিত (protected) যে, তাঁরা কথায়, কাজে কিংবা অনুমোদনে কোন ভুল করতেন না। Accidently যদি সামান্য ত্রুটি হয়ে যেত, আল্লাহ্ কালবিলম্ব না করে ওহি প্রেরণের মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিতেন।

৯. তাঁরা জনসাধারণকে আল্লাহ্র কিতাব, কৌশল ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং পরিশুদ্ধ করার কজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন এবং সাধারণ জনগণকে ঐসব বিষয়ে জ্ঞান দান করতেন, যা তাদের জানা ছিল না।

১০. আল্লাহ্ অদৃশ্য; আখেরাতও অদৃশ্য। নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ প্রয়োজনমত গায়েবের কিছু জ্ঞান দান করেন যার কারণে আমরা আল্লাহ্ পাকের জাত (সত্ত্বা), সিফাত (গুণাবলী) ও কুদরত (ক্ষমতা) সম্পর্কে ধারণা এবং আখেরাতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করে থাকি। তাঁদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর পরিচয় পাই এবং মানুষের শেষ পরিণতি কি হবে তা উপলব্ধি করতে পারি।

১১. তাঁরা সাধারণ মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে, সকল বনী আদম যাতে মুক্ত বায়ুতে স্বাধীনভাবে একমাত্র আল্লাহ্র দাস ও তাঁর খলিফা হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে—এমন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকতেন।

১২. নবী রাসুলদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁরা স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃত্বপরায়ণ, অহংকারী কিংবা জালিম ছিলেন না। বরং তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জবাবদিহিতার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। প্রতিটি শেষ রাতে তাঁরা আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি

www.nagorikpathagar.org

করতেন, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং জনগণের মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র– Welfare State.

(বি.দ্র. নবীদের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল।)

১৩. নবী রাসুলগণের জীবনের মিশন সম্পর্কে আল কুরআনের বক্তব্য : 'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেন রাসুল এ দ্বীনকে অন্য সব রকমের আনুগত্যের বিধানের উপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকগণ তা না-পছন্দ করে। এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূত্র : আল কুরআন, সূরা তওবা, আয়াত : ৩৩, সূরা সফ, আয়াত : ৯, সূরা ফাতহ্, আয়াত : ২৮)

১৪. আল্লাহ্ তায়া'লা যেহেতু মানুষের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাইরে অবস্থান করেন, আল্লাহ্ তার হুকুম আহকাম, আইন-কানুন সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠান না। তিনি ফেরেশতা সর্দার জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নবী রাসুলদের কাছে তা পাঠান। আল্লাহ্ থেকে মানবজাতির জন্য রচিত আইন-কানুন, হুকুম আহকাম প্রাপ্তির মাধ্যম রেসালত। অন্য কথায় আল্লাহ্‌র আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal soverignty) প্রতিনিধি নবী রাসুল। আর বর্তমান Context এ মুহাম্মদ (সা.)। যদিও তিনি বর্তমানে দুনিয়াতে নাই, তবুও তাঁর উপর নাজিলকৃত আল কুরআন ও তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

নবী রাসুলগণ জনগণের নিকট দাওয়াত দেবার সময় যে বক্তব্য প্রদান করতেন তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা ছিল—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ('ফাত্তাকুল্লাহ ওয়া আতিউন')

'আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

www.nagorikpathagar.org

নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লুত (আ.), শুয়াইব (আ.) প্রমুখ নবীগণ ঐ একই ভাষায় দাওয়াত দিয়েছিলেন। (সূত্রঃ আল কুরআন, সূরা শুয়ারা, আয়াত : ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯)

সকল নবী রাসুল ঐ একই ভাষায় তাদের কওমের নিকট দাওয়াত প্রদান করেন।

উপরোক্ত দাওয়াতের দুটি অংশ :

১. আল্লাহকে ভয় কর;

২. আমার (নবীর) আনুগত্য কর।

আদম (আ.) একই ভাষায় তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত কবুল করে আদম (আ.) এর আনুগত্য করেন। ইসলামী পরিভাষায় আনুগত্য করাকে 'বাইয়াত' বলা হয়। আদম (আ.) তাঁর বিবি ও সন্তানদেরকে কেবল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করেননি—তিনি মানবজাতির প্রয়োজনীয় সবদিক যেমন ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সর্ববিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর বিবি ও সন্তানগণ সর্ব ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করেন। এভাবেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির এটাই একমাত্র সঠিক ইতিহাস।

আদম (আ.) মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম মানুষ, আদি পিতা, প্রথম নবী ও পথপ্রদর্শক প্রথম সমাজপতি, গোত্রপতি ও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মানুষ মাত্রই মরণশীল। স্বাভাবিকভাবে আদম (আ.)-এর ইন্তেকাল হয়। তার সন্তানসন্তুতি প্রয়োজনের তাগিদে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। সময়ের ব্যবধানে আদম (আ.) এর অধস্তন বংশধরগণ তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্ তায়া'লার আদেশ নিষেধ ও দিকনির্দেশনা ভুলে যেতে থাকে। তাঁর বংশধরগণ লোভ মোহ ও মানুষের পেছনে লেগে থাকা ওসওয়াসা প্রদানকারী শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। তাদের কোন

www.nagorikpathagar.org

কোন অংশ আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াত একেবারে হারিয়ে ফেলে। অন্য কিছু অংশ আল্লাহ্র বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং দ্বীনে হকের পরিবর্তন সাধন করে দ্বীনের আসল চেহারা বিকৃত করে দেয়। তারা আকাশ ও পৃথিবীর মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্ত্বাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে শিরকে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ্ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞান (আল-ইলম) এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্ম বানিয়ে ফেলে। তারা ফেরেশতা সর্দার জিবরীলে আমিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্বীনকে বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থ, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য এমন বিধানাবলী রচনা ও অনুসরণ করতে থাকে যার ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মানব সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম নিপীড়নে ভরে উঠে।

আল্লাহ্ দয়ারপরবশ হয়ে বিভ্রান্ত, পথহারা মানুষের সংশোধনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন কওমের (জাতির) নিকট তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিদেরকে নবী রাসুল বানিয়ে পাঠাতে থাকেন। তাঁদের দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা ছিল 'ফাত্তাকুল্লাহ্ ওয়া আতিউন'— 'আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।'

নবী রাসুলদের সবার দাওয়াত ছিল এক, কর্মনীতি ও কর্মসূচি ছিল এক, তাঁদের সবার হেদায়াত লাভের উৎস (source) ছিল এক, আর মাধ্যম ছিলেন এক ও অভিন্ন ফেরেশতা জিবরীলে আমিন (আ.)। তাঁরা তাদের যুগে, তাঁদের নির্ধারিত এলাকায়, তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ জনগণ সংগঠিত হয়ে নবীদের উম্মতে পরিণত হয়। এটা হল মুদ্রার এক পিঠ। এর বিপরীতে বিভিন্ন এলাকায় মানবগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ নবী রাসুলদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাঁদের চরম বিরোধিতায় নেমে পড়ে।

মহান আল্লাহ তায়া'লা তাঁর আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ) মানুষকে এ পৃথিবীতে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পথনির্দেশনাবিহীন অবস্থায়

www.nagorikpathagar.org

অন্ধকারে হাতড়িয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাঁর সুন্নত (তরীকা) হল তিনি তাঁর সৃষ্ট বান্দা ও খলিফাকে জীবনের সার্বিক ব্যাপারে পথনির্দেশনা দেবার জন্য এবং Model হবার জন্য নবী রাসুল পাঠাবেন। এ সুন্নত পালনের জন্য তিনি যুগে যুগে, সকল জাতির মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। 'আল্লাহর সুন্নতে (নীতিতে) কোন পরিবর্তন পাবে না।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৭)

★ 'শুরুতে সব মানুষ একই পথে চলছিল। (তারপর এ অবস্থা অব্যাহত থাকল না—মতবিরোধ দেখা দিল) অতঃপর আল্লাহ নবী পাঠালেন। তাঁরা ছিলেন (সত্য সোজা পথ অবলম্বনকারীদের জন্যে) সুসংবাদ দানকারী এবং (বক্র-ভুল পথ অবলম্বনের পরিণাম সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী। তাঁদের সাথে নাজিল করেন সত্যগ্রন্থ—যাতে সত্যের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে ফায়সালা করা যায়। মতবিরোধ দেখা দেবার কারণ এটা নয় যে, শুরুতে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহতি করা হয়নি। মতবিরোধ তারাই করেছে যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট হেদায়াত লাভের পর নিছক এ কারণে সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২১৩)

★ খোদার কসম, হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বে বিভিন্ন উম্মতের জন্য হেদায়াত পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের দুষ্কৃতিকে তাদের জন্য আনন্দদায়ক বানিয়ে দিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক হয়ে পড়েছে এবং তারা শাস্তির উপযোগী হয়েছে। আমরা তোমার উপর এ কিতাব নিছক এজন্য নাজিল করেছি যে, তুমি তাদের কাছে ঐ সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আর এ জন্য এ কিতাব নাজিল করেছি যাতে করে এ কিতাব হেদায়াত ও রহমত হতে পারে তাদের জন্য, যারা এর আনুগত্য স্বীকার করে।' (সূরা নাহল, আয়াত : ৬৩-৬৪)

www.nagorikpathagar.org

★ 'হে মুহাম্মদ আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির মধ্যে নবী-রাসুল পাঠিয়েছি।' (সূরা হিজর, আয়াত : ১০)

★ 'এমন কোন জাতি ছিল না যাদের মধ্যে কোন সাবধানকারী আগমন করেনি।' (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৪)

★ 'প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার বিরাট মেহেরবানী যে, তিনি তাদের জন্য স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে এমন এক রাসুলের উত্থান ঘটিয়েছেন, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অন্যথায়, তারা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪)

★ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, আল্লাহর বন্দেগী কর, এবং তাগুত* থেকে বিরত থাকো।' (সূরা নাহল, আয়াত : ৩৬)

★ 'আমি রাসুল পাঠিয়েছি এজন্য যে, আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।' (সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪)

★ 'আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম যাতে আমার আদেশে তারা সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়।' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭৩)

---

* **তাগুত :** তাগুত মানে আল্লাহ-দ্রোহী শক্তি। তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কেননা কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু তাগুত জনগণকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তার আনুগত্য করতে শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করে। তাগুত আল্লাহর কালাম আল-কুরআনকে সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মানব-রচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে।

'হে নবী, আপনি কি ঐ সব লোকদের দেখেননি, যারা দাবী করে তারা ঈমান এনেছে আপনার নিকট নাজিল করা কিতাবের উপর এবং ঐ সব কিতাবের উপর, যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুদের কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৬০)

www.nagorikpathagar.org

★ 'আমি নবী-রাসুল পাঠিয়েছি শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে যাতে এভাবে রাসুল আগমনের পর কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও অতিশয় জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী।' (সূরা নিসা, আয়াত : ১৬৫)

★ 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল ও নবীগণের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী।'
(সূরা আহযাব, আয়াত : ৪০)

নবী রাসুলগণ কেবল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেন নি–তারা মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সবদিক–যেমন আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ নবী রাসুলগণ কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নেতা ছিলেন না, তারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সর্ব-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবী রাসুলগণ তাদের যুগে তাদের কউমের নিকট তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেন।

সর্বশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী ও রাসুল হিসাবে প্রেরিত হন-আখেরী নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। আগের নবীদের উম্মত সহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষের হেদায়াত, সংশোধন ও সংস্কার সাধনের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

আখেরি নবী মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পবিত্র মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর ৮ই রবিউল আউয়াল ১লা হিজরী সোমবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর আগমনে—

মদীনার কোবা পল্লীর শিশুরা আনন্দে গেয়ে উঠল :

'দক্ষিণে সেই পাহাড় থেকে উদয় হল পূর্ণিমার চাঁদ;
মোদের কর্তব্য হল–আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা।'

www.nagorikpathagar.org

মদীনার প্রধান দুই গোত্র আউস ও খাজরাজের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মক্কায় এবং অন্যান্য স্থানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রায় সবাই তাদের সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে রাসুল (সা.) এর পরামর্শে প্রথম দফায় ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা এবং ২য় দফায় ৬৪ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা আফ্রিকার হাবশায় (ইরিত্রিয়ায়) হিজরত করেছিলেন। তাঁরাও মদীনায় চলে আসেন।

মদীনায় ৩টি ইহুদী গোত্র বসবাস করত। তারা হল (ক) বনু নযীর, (খ) বনু কাইনুকা ও (গ) বনু কুরাইযা। ইহুদী গোত্রগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে রাসূল (সা.) লিখিত চুক্তি করলেন। রচিত হল ৪৭ ধারা বিশিষ্ট 'মদীনা সনদ'। মদীনা সনদই মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান–Written Constitution. চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাসূল (সা.) রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে মদীনাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র Welfare State হিসেবে গড়ে তোলেন। ফলে ইসলাম শুধু তাত্ত্বিক পর্যায়েই নয় এবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মুহাম্মদ (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান হলেন; না রাজমুকুট তাঁর মাথায় উঠল, না তাঁর জন্য সিংহাসন বানানো হল; না তিনি ঝাঁকঝমকপূর্ণ রাজ পোশাক পরলেন; না তাঁর জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরি হল। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু সফল রাষ্ট্রনায়ক (Statesman) কল্যাণকামী নেতা, কাইদুল খায়ের*, ইমামুল খায়ের মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে তাঁর প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রফিকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। 'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

---

* বি:দ্র: বিশ্বনবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু, সফল রাষ্ট্রনায়ক (Statesman) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন কাইদুল খায়ের, ইমামুল খায়ের, কল্যাণের মূর্ত প্রতিক, কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রটি ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র–Welfare State.

www.nagorikpathagar.org

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের কোরাইশ-সন্তান আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভের পূর্বে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর মক্কায় বসবাস করেন। তিনি সর্বমহলে সর্বজন মান্য এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেন। জনগণ তাকে স্বতঃস্ফূর্ত 'আল-আমিন' ও 'আস-সাদিক' উপাধিতে ভূষিত করে। সেই একই মুহাম্মদ (সা.) যখন আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে ওহী প্রাপ্ত হলেন, নবুয়ত লাভ করলেন, মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশনা দান করলেন এবং কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিয়ে বললেন : 'কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন'। 'বল—আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নাই-তাহলেই তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' অমনি তাঁর অনেক নিকটাত্মীয় সহ আরবের বেশির ভাগ লোক তাঁর শত্রু হয়ে গেল। তিনি ও তাঁর দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানগণ নিষ্ঠুরতম জুলুমের শিকার হলেন। যিনি আগে ছিলেন 'আল-আমিন' ও 'আস-সাদিক' এবার তিনি হয়ে গেলেন–তাদের ভাষায়–'কবি, জাদুকর, গণক, পাগল, জিনগ্রস্থ' ইত্যাদি।

তাঁর উপর আঘাত এল, কিন্তু তিনি প্রত্যাঘাত করলেন না; কিংবা তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতিশোধ নেবার হুকুম দিলেন না। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে সবর করলেন, আর কিছু মজলুম নর-নারীকে অত্যাচার নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য আফ্রিকার হাবশায় পাঠিয়ে দিলেন।

হিজরতের পর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় রাষ্ট্র কায়েম করলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটিকে শক্তির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য কোরাইশ নেতৃবৃন্দসহ আরবের সকল ইসলাম বিরোধী গোত্র এক জোট হয়ে যুদ্ধের পথে অগ্রসর হল। এবার মদিনার রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (সা.) রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য (To protect the state) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যখনি আঘাত এল, প্রত্যাঘাত করলেন। তাঁর শাসনামলে ২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিজে ৯টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর জীবনকালে মক্কা, খায়বার, হুনাইন, তায়েফ, তাবুক সহ আরব উপদ্বীপের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পর আরবের উল্লেখযোগ্য সকল গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন, তাঁর হাতে বাইয়াত নেন অর্থাৎ দ্বীন কবুল করেন, তাঁর অনুগত ও অনুসারী হয়ে যান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হন এবং নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর শুরু হয় খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। এ যুগের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)। রাসুল (সা.) এর লাশ দাফনের আগেই খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেননা নবপ্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রশ্ন উঠে কে হবেন রাষ্ট্রের অভিভাবক অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান?

বিঃদ্রঃ ১. আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) মদীনা নামক State এর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র রক্ষা করার জন্য (To save & protect) Defensive & Offensive রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার যুদ্ধ করেছেন। যেমন খন্দক ছিল রক্ষণাত্মক আর মক্কাবিজয় ছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ।

বিঃদ্রঃ ২. রাসুল (সা.) এর ইন্তেকাল হয় সোমবার আর দাফন হয় বুধবার।

➢ ১ম খলিফা আবুবকর (রা.), খিলাফতকাল ৬৩২–৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ

রাসুল (সা.) রাষ্ট্রের কোন অভিভাবক নিযুক্ত করে যাননি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দেন। ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে মদীনায় উপস্থিত সবাইকে জমায়েত হতে আহ্বান করেন। প্রাথমিক আলোচনার পর তিনি খিলাফতের প্রধান অর্থাৎ খলিফা হবার জন্য আবু বকর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাবে ঐক্যমত পোষণ করেন। এভাবেই আবু বকর (রা.) মদীনা রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্ধারণের পর একে একে সবাই আবু বকর (রা.) এর হাতে বাইয়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ করেন। একটি প্রশ্ন জাগতে পারে—আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষকে খলিফা

www.nagorikpathagar.org

হিসাবে সৃষ্টি করেছেন—তাহলে আবু বকরকে আলাদা করে খলিফা বানানো এবং তাঁকে মদিনা রাষ্ট্রের খলিফা বলার তাৎপর্য কি? একথা সত্য যে অন্যান্য বনি আদমের মত আবু বকর (রা.) ও আল্লাহ্‌র খলিফা–কিন্তু এখানে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। মুহাম্মদ (সা.) জীবদ্দশায় তিনি নিজে মুসলিম উম্মাহ পরিচালনা করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পক্ষে যিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র অভিভাবক হিসাবে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, তিনি হবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি, খলিফাতুর রাসুল আর তাঁর পরিচালিত খিলাফত— 'খিলাফত আ'লা মিনহাজিন নবুয়ত' অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রটিকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ১০টি প্রদেশে রাষ্ট্রটি বিভক্ত হয়। প্রদেশগুলো নিম্নরূপ :

প্রদেশ		গভর্নর
১। মক্কা	–	ইতাব বিন উসাইদ
২। তায়েফ	–	উসমান বিন আবুল আস
৩। ছানায়া	–	মুহাজির বিন আবু উমাইয়া
৪। হাযরা মাউত	–	যিয়াদ বিন লুবাইদ
৫। খাওলান	–	ইয়ালা ইবনে উমাইয়া
৬। জুবাইদ	–	আবু মুসা আশয়ারী
৭। জুন্দ	–	মুআজ ইবনে জাবাল
৮। জারশ	–	আবদুল্লাহ ইবনে ছাওর
৯। বাহরাইন	–	আ'লা ইবনে হাজারামী
১০। নাজরান	–	জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী

www.nagorikpathagar.org

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল দুই বৎসর একমাস বাইশ দিন।

➢ ২য় খলিফা ওমর ফারুক (রা.), খিলাফতকাল ৬৩৪–৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ

আবু বকর (রা.) এর ইন্তেকালের পর খলিফা হন ওমর (রা.)। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা আবু বকর (রা.) ইন্তেকালের আগে উপলব্ধি করেন, তাঁর অবর্তমানে খলিফা নির্বাচন নিয়ে উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই তিনি উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করেন। তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য এ সমাবেশ। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তিনি প্রস্তাব করেন– "আল্লাহ্‌র শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়কে নয়– আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করতে চাই। আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাই তোমরা কি তাঁর উপর সন্তুষ্ট? তোমরা কি তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে? উপস্থিত সবাই এক বাক্যে জবাব দেয়– 'আমরা তাঁর কথা শুনব এবং তাঁর আনুগত্য করব।' (সূত্র : আত তাবারী– তারীখে উমাম ওয়াল মুলক)। ওমর (রা.) এর খলিফা নির্বাচনের এটাই ছিল পটভূমি।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে কূফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শুবার (রা.) এক ইরানী গোলাম আবু লুলু ফিরোজের তরবারীর আঘাতে মসজিদে নববীতে নামাযরত অবস্থায় ওমর ফারুক (রা.) আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের পূর্বে ওমর (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সদস্য ছিলেন :

১। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

২। আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)

৩। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

৪। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৫। যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)
৬। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.)।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন পন্থায় জনমত যাচাই করেন। মদীনায় এবং মদীনার বাইরে মক্কায়, বিশেষ করে হজ্বব্রত পালন করে যে সব কাফিলা বিভিন্ন গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাদের মতামতও যাচাই করা হয়। অতঃপর নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) পরবর্তী খলিফা হিসাবে উসমান (রা.) এর নাম ঘোষণা করেন। এভাবেই উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। সাধারণ সমাবেশে তাঁর বাইয়াত হয়। (সূত্র : ইবনে কাসীর– আল বেদায়া ও নেহায়া, ৭ম খণ্ড)।

➢ ৩য় খলিফা উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) খিলাফতকাল ৬৪৪–৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ

তাঁর শাসন আমলে খিলাফতের সীমানা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। খলিফা উসমান (রা.) সমগ্র রাষ্ট্রটিকে ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলো নিম্নরূপ : ১. মক্কা, ২. তায়েফ, ৩. কূফা, ৪. বসরা, ৫. মিশর, ৬. দামেশ্‌ক, ৭. হিম্‌স, ৮. সানাআর, ৯. উর্দন, ১০. আজারবাইজান, ১১. মাহ, ১২. রায়, ১৩. কিনাস্‌রাইন, ১৪. ফিলিস্তিন, ১৫. কারকায়সা, ১৬. হালওয়ান, ১৭. হামদান ও ১৮. ইস্পাহান।

উসমান (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ৩৫ হিজরির ১৮ই জিলহজ্ব ইফতারের প্রাক্কালে রোজাদার ও কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা) এর খিলাফত সময়ে খিলাফতের আয়তন

➢ **৪র্থ খলিফা আলী (রা.), খিলাফতকাল ৬৫৬–৬৬১ খ্রিস্টাব্দ**

উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর কিছু লোক আলী (রা.)-কে খলিফা বানাতে উদ্যত হলে তিনি বলেন–'এমন করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। এটাত শূরার সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খলিফা বানাতে চান, তিনিই খলিফা হবেন। আমরা মিলিত

www.nagorikpathagar.org

হব এবং এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করব।' (সূত্র : ইবনে কোতায়বা– আল ইমামা ওয়াস্‌সিয়াসা ১মখণ্ড)

অতঃপর শূরার সদস্য ও বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত পরামর্শে আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

আলী (রা.)-এর খিলাফতের জামানায় সীমানা বিস্তারের সুযোগ লাভ হয়নি। কারণ তিনি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহে জর্জরিত ছিলেন। তাঁর সময় জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান মারা যান। সিফ্‌ফিন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের নিহত আত্মীয় স্বজনের বদলা নিতে প্রতিশোধপরায়ন হয়ে উঠে। নিহত পরিবারের কিছু লোকজনও তাদের ঘনিষ্ঠদের সমন্বয়ে 'খারেজী' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিন খারেজী আবদুর রহমান বিন মুলজিম হিময়ারী, বারাক বিন আবদুল্লাহ তামীমি ও আমর বিন বকর তামীমি গোপন ষড়যন্ত্র করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আলী (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.) কে হত্যা করবে। এ ষড়যন্ত্রের প্রথম টার্গেট হন আলী (রা.)। তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ৪০ হিজরি সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাজে ইমামের আসনে নামাজরত অবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের তরবারীর আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। এ সময় আলী (রা.) কূফায় অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে আলী (রা.) তার রাজধানী মদীনা থেকে ইরাকের কূফায় স্থানান্তর করেন। কূফায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে আরজ করে–'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনীত করছেন না কেন?' জবাবে তিনি বলেন–'আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।' (সূত্র : ইবনে কাসীর, আল বেদায়া ও নেহায়া, ৮ম খণ্ড)

www.nagorikpathagar.org

আলী (রা.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুগে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 'খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং রাসূল (সা.) এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক কিংবা বল-প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খিলাফত নয় বরং তা বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।' (সূত্র : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র)

খিলাফত ও রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরাম পোষণ করতেন, আবু মূসা আশয়ারী (রা.) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায়—'ইমারত (অর্থাৎ খিলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।' (সূত্র : তাবাকাতে ইবনে সাআদ- ৪র্থখণ্ড)

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর শাসনকাল ছিল ৬২২ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এর শাসনকাল শুরু হয় ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে, আর আলী (রা.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের অবসান হয় ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাসের এ অধ্যায় সপ্তম শতাব্দীর।

বর্তমানকালে উন্নত বিশ্বের দাবীদার আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, কোরিয়া, জাপান, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহের সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস ঐতিহ্য, সাহিত্য সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি হবে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে মুহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ কত আধুনিক ছিল। মানব সভ্যতা বিকাশে ঐ যুগের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুকাল পর ইরাকের বাগদাদ নগরী, মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা ও মিশরের কায়রো নগরী হয়ে যায় মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে তখনকার সময়ের সমগ্র দুনিয়ার উচ্চ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন দেশসমূহের ইতিহাস আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শাসন পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর আলোচনা করা হচ্ছে :

১. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে নাগরিকদের অধিকার লাভ :

আখেরী নবী ও মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকালের আগে কাউকে উম্মতের অভিভাবক অন্যকথায় মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করে যান নি। তিনি এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহ্র উপর ছেড়ে দেন। ঠিক একই কাজ খোলাফায়ে রাশেদার শেষ খলিফা আলী (রা.) করে যান। ইন্তেকালের আগে তিনি বলেছিলেন—'আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। (সূত্র : ইবনে কাসীর, আল বেদায়া ও নেহায়া, ৮ম খণ্ড)

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার লাভ করেন।

২. খলিফাগণের সামগ্রিক কার্যকলাপ ছিল আল্লাহ্‌র দাস ও খলিফা সুলভ :

খোলাফায়ে রাশেদার প্রত্যেক সদস্য 'শাসনকার্য পরিচালনা করা' তাঁর 'অধিকার' মনে না করে 'আমানত' মনে করতেন। তাই তাঁরা স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা যে 'আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি' এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। ফলে তাঁদের সামগ্রিক কার্যকলাপ ছিল আল্লাহ্‌র দাস ও খলিফা সুলভ।

৩. জালিম শাসকের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে লা শরীক আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে জীবনযাপন করার পরিবেশ সৃষ্টিকরণ :

খলিফাগণ ব্যক্তি-মানুষ ও মানবসমাজকে স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃত্ব পরায়ণ, অহংকারী, জালিম শাসকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সকল বনী আদম যাতে মুক্ত বায়ুতে স্বাধীনভাবে একমাত্র লা শরীক আল্লাহ তায়া'লার দাস ও প্রতিনিধি হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে—এমন পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাদের মন-মগজ ও গোটা শাসনযন্ত্র এ ব্যাপারে সচেতন ও তৎপর থাকত।

৪. খলিফাতুর রাসুল :

মহান খলিফাগণ শুধু আল্লাহ্‌র খলিফাই ছিলেন না—ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খলিফা। মুহাম্মদ (সা.) জীবদ্দশায় নিজে মুসলিম উম্মাহ পরিচালনা করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষে, তাঁর অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ্‌র অভিভাবক হিসাবে মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনা করার যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তিনি হন খলিফাতুর রাসুল। তাঁরা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা না করে, রাসুলের প্রতিনিধি হিসাবে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

৫. আইনের শাসন (Rule of Law) :

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে রাষ্ট্রে খলিফা থেকে আরম্ভ করে আদনা শ্রমিক পর্যন্ত সকলের উপর আইনের শাসন সমভাবে প্রযোজ্য হত। রাষ্ট্রের ১নং ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে শেষ নম্বরের ব্যক্তি পর্যন্ত কেউ আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না—না কেউ ছিলেন ব্যতিক্রম। রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়া আইন সব নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হত। অন্য কথায় সেখানে আইনের শাসন—Rule of Law প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৬. খলিফা নির্বাচন :

খলিফাগণ নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয়েছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। সবাই এ ব্যাপারে একটি নীতি অনুসরণ করেছেন। নীতিটি হলো—কেউই খলিফা পদ লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নি; কেউ বল প্রয়োগের মাধ্যমে পদ দখল করেন নি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খলিফার হাতে হাত রেখে বাইয়াত নেয়ার মাধ্যমে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।

৭. রাষ্ট্রের লক্ষ্য :

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল—জনগণের কল্যাণ সাধন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকরণ, জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটানো এবং আশরাফুল মাখলুকাত মানব সমাজ যেন কোন রকম বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়ে স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়া'লার সকল হুকুম আহকাম, বিধিবিধান মেনে চলার অবাধ সুযোগ পায়—তার ব্যবস্থাকরণ। এছাড়া আল কুরআনের সূরা হজ্বের ৪১নং আয়াতের আলোকে (ক) একামতে সালাত, (খ) জাকাত সংগ্রহ (কেবল মুসলমানদের নিকট থেকে) এবং সঠিক পদ্ধতিতে বিতরণ, (গ) ন্যায় ও কল্যাণের আদেশ প্রদান ও (ঘ) অন্যায় ও অকল্যাণের প্রতিরোধকরণ। তাঁরা গোটা প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ হাসিলের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র ছিল—কল্যাণ রাষ্ট্র-welfare state.

www.nagorikpathagar.org

৮. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ :

আদর্শ খলিফাগণ জনগণের মৌলিক অধিকার-Fundamental Rights যেমন—প্রাণের নিরাপত্তা, সম্পদের মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ, ব্যক্তির সম্মান ও সম্ভ্রমের হেফাজত, ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের অধিকার ইত্যাদির ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। তাঁরা জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে গোটা প্রশাসনযন্ত্রকে সজাগ, সচেতন ও তৎপর রাখতেন।

৯. জবাবদিহিতা :

খলিফাগণের একিন ছিল—শাসনকর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এখতিয়ার আল্লাহ্‌র প্রদত্ত আমানত। এ আমানত যাকে অর্পণ করা হবে তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

'সাবধান তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা, যিনি সকলের উপর শাসক হন—তিনিও দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'

বুখারী শরীফের এ হাদিসটি খলিফাগণ সর্বদা ইয়াদ রাখতেন। দায়িত্বের এ অনুভূতি নিয়ে আবু বকর (রা.) একটি ঘাসের পাতা হাতে নিয়ে বলতেন—'আমি যদি এ তৃণখণ্ড হতাম, তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি থেকে বাঁচতাম।' ওমর (রা.) বলতেন—'সুদূর ফোরাত নদীর তীরে (ইরাকে)ও যদি একটি ছাগল বাচ্চা না খেয়ে মারা যায়, তার জন্য খলিফা হিসাবে আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

১০. সমালোচনা করার স্বাধীনতা :

সাহাবায়ে কেরাম খলিফাদের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাঁরা খলিফাদের প্রশাসনিক কার্যকলাপের উপর প্রশ্ন উত্থাপন ও পর্যালোচনা করতে পারতেন। সাহাবি সালমান ফারসী দ্বিতীয় খলিফা

www.nagorikpathagar.org

ওমর (রা.)-কে মসজিদে নববীর মিম্বরে খুতবা দেওয়া থেকে বিরত রেখে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করেন। খলিফাগণ সমালোচনা করার অধিকার দিতেন, অধিকন্তু তাঁদের কার্যকলাপের সমালোচনা করতে উৎসাহিত করতেন।

১১. বায়তুলমাল/ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি :

খলিফাগণ বায়তুলমালের/ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মালিক ছিলেন না—ছিলেন আমানতদার ও পাহারাদার। খলিফাদের জন্য মধ্যমমানের মাসিক বেতন নির্ধারিত ছিল। বেতন নির্ধারণে ওমর (রা.) এর একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বায়তুল মাল থেকে বেতন নিতেন। একদিন তাঁর বেগম ওমর (রা.)-কে কিছু মিষ্টি খেতে দিলেন। ওমর (রা.) বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন—'মিষ্টি কোথা থেকে পেয়েছ?' জবাবে বেগম বললেন—'আপনার মাসিক বেতনের কিছু অর্থ বাঁচিয়ে এ মিষ্টি কিনেছি।' খলিফা উপলব্ধি করলেন তাঁর মাসিক বেতন থেকে প্রয়োজনীয় খরচ করার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। এবার তিনি তাঁর মাসিক বেতন কমিয়ে দিলেন।

আলী (রা.) এর জীবন-কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি যখন বায়তুলমালের অর্থ ও সম্পদ হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে উহাকে শূন্য করে দিতেন, তখন সেখানেই দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন—'হে বায়তুলমাল! তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমি তোমাকে হক পন্থায় প্রাপ্ত ধনসম্পদ দিয়ে ভরেছিলাম আর হক পন্থায় তোমাকে খালি করে দিলাম।' (সূত্র : তাহফিমূল কুরআন ১৯নং খণ্ড)

১২. পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা :

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে রাষ্ট্র পরিচালিত হত পরামর্শের ভিত্তিতে :

'তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।'

(সূরা শুয়ারা, আয়াত : ৩৮)

'হে নবী কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ খলিফাগণ পরামর্শ নিতেন এমন সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, যাদের তত্ত্বজ্ঞান, তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি জনগণের আস্থা ছিল। ওমর (রা.) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে খেলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এ ভাষায় :

'আমি আপনাদেরকে যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তাছাড়া আর কিছুই নয় যে, আপনাদের কার্যাদির আমানতের যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা, আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আবার যাদের ইচ্ছা, আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদেরকে আমার মতামত সমর্থন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই এবং আমি তা চাইও না।'

(কানযুল উম্মাল, ৫মখণ্ড, হাদিস নং-২২৮১)

সালমান ফারসী (রা.) একদা খলিফা ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন—'মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দিরহামও অন্যায়ভাবে উসুল করেন এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন, তাহলে আপনি খলিফা নন বাদশাহে পরিণত হবেন।'

আরো একজন সাহাবী ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন—'খলিফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করেন না, অন্যায়ভাবে কিছু ব্যয় ও করেন না। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ মানুষের উপর জুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসুল করে; আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।' (তাবাকাতে ইবনে সাআদ)

১৩. রাসুল (সা.)-কে জীবনের Model নির্ধারণ :

খলিফাগণ তাঁদের জীবনের Model -আদর্শ ওসওয়াতুন হাসানা হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করতেন। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদিসের ব্যাপারে খুবই সজাগ ও সচেতন ছিলেন।

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন—'আমার উম্মতের সকল লোকই জান্নাতী হবে, কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকার করেছে

www.nagorikpathagar.org

(সে জান্নাতী হতে পারবে না)। জিজ্ঞেস করা হল—হে আল্লাহ্র রাসুল, কে অস্বীকার করেছে? জবাবে তিনি বললেন—যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করল না সে অস্বীকার করেছে। (সহীহ বুখারী)

১৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারকগণ ছিলেন স্বাধীন। তাঁরা ভয়, চাপ ও হস্তক্ষেপ মুক্ত রায় প্রদান করতে পারতেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি খলিফার বিরুদ্ধেও প্রধান বিচারপতির কাছে মামলা রুজু করা যেত। বিচারকের সামনে খলিফা ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বাদী ও বিবাদী এক কাতারে অবস্থান করতেন। বিচারক আইন ও সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দিতেন। সবার জানা আছে যে, মদিনার প্রধান বিচারপতি খলিফা আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে একটি মামলায় রায় দিয়েছিলেন। খলিফা সে রায় সশ্রদ্ধ চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

১৫. উম্মাহ্র ঐক্য :

রাসুল (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছিলেন : 'জেনে রাখ সকল মুসলমান ভাই ভাই এবং দুনিয়ার সকল মুসলিম এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। আরবের উপর অনারবের কিংবা অনারবের উপর আরবের কোন মর্যাদা নেই। নেই কালোর উপর সাদার কিংবা সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব। হ্যাঁ অবশ্য তাকওয়ার বিচারে।'

আল্লাহ্র রাসুল (সা.) জাহেলী যুগের বংশ, গোত্র, ভাষা, চামড়ার রং, ভৌগলিক জাতীয়তা ইত্যাদি ঐক্য বিনষ্টকারী ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে, দ্বীন কবুলকারী সকল মানুষকে সমঅধিকার প্রদান করে এক উম্মাহ্য় পরিণত করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদা হুবহু এ নীতি অনুসরণ করে খালেস মানবিক চেতনা সম্পন্ন ও মাধুর্যপূর্ণ এক সমাজ গঠন করেছিলেন।

১৬. সার্বভৌমত্ব :

আদর্শ খলিফাগণ বিশ্বাস করতেন—মানব সমাজসহ এ বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তায়া'লার। আর কেউই সার্বভৌমত্বের

www.nagorikpathagar.org

মালিক নয় এবং হতেও পারে না। সার্বভৌমত্বে তাঁর অংশীদার হওয়ার ও অধিকার কারো নেই।

বি.দ্র. সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যাসহ আলোচনা পরিশিষ্টে করা হয়েছে।

উপসংহার :

বইটির সমাপ্তিপর্বে উপসংহারে দুটি হাদিস উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম হাদিস :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেন–'আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ—এক ব্যক্তি একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মান করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল, এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল—ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি। রাসুল (সা.) বলেন—আমিই সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবী।' (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদিস :

'তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে-যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতঃপর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত (খিলাফত আ'লা মিনহাজিন নবুয়ত) প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি

www.nagorikpathagar.org

থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্‌গীরণ করে দেবে।'

[এ হাদিসটি মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এছাড়া ইমাম শাতবী (রহ.) তাঁর 'আল মাওয়াফিকাত' কিতাবে, মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহ.) তাঁর 'মানসাবে ইমামত' গ্রন্থে, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন গ্রন্থে এবং মুহতারাম নাসিরউদ্দিন আলবানী তাঁর সহীহ হাদিস সিরিজ প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।]

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে নবী আগমনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনিই সর্বশেষ নবী। অতএব নবুয়ত ও রহমতের যুগের অবসান হয়ে গেছে। খোলাফায়ে রাশেদার যুগও সমাপ্ত হয়েছে। এখন চলছে দুষ্ট রাজতন্ত্র ও জুলুমতন্ত্রের যুগ। হাদিসের ভাষ্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় রাজতন্ত্র ও জুলুমতন্ত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পছন্দ নয়।

তারপর আবার আসবে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত (খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত) এর যুগ। এ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা রাসুল (সা.)-এর মনোনীত ও মনের মত। এ যুগে আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্‌গীরণ করবে।

আকাশ থেকে বরকত বর্ষণ এবং পৃথিবীর পেটে সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের কাজ নয়—এ কাজ একমাত্র আল্লাহ্ তায়া'লার। আল্লাহ্ এ পদ্ধতির শাসনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আসমান থেকে বরকত নাজিল করবেন এবং পৃথিবীর পেটে তাঁর সৃষ্টি করা সম্পদ উত্তোলনের ব্যবস্থা হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা আল্লাহ্‌র পছন্দ। এ পদ্ধতির সরকারের উপর আকাশবাসী (আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ) এবং দুনিয়াবাসী অর্থাৎ জনগণ খুশি থাকবে। শাসিতরা অর্থাৎ জনগণ সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীনবযাপন করবে।

এ পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য নবী মুহাম্মদ (সা.) গোটা উম্মতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কালাম : 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিবেন।' (সূরা নিসা, আয়াত : ১৭৫)

'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।'
(আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

আল কুরআনের উপরোক্ত বাণী থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিতে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তার সৃষ্ট আশরাফুল মাখলুককে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা চালু করার ও চালু রাখার হুকুম দিয়েছেন।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ পালনার্থে এবং জনগণের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উদ্দেশ্যে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা উম্মতের জন্য উপযুক্ত, অবশ্য পালনীয় ও কাম্য।

অতএব জনগণের প্রত্যাশিত খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা। এটাই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ–এটাই সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও ইনসাফ লাভের পথ—এটাই জাহিলী রীতি থেকে বাঁচার পথ।

প্রাসঙ্গিক আরো একটি হাদিস উল্লেখ করার মাধ্যমে বইটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে:

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসুল (সা.) বলেছেন–'মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সর্ব নিকৃষ্ট, যে ইসলামে অবস্থান করে জাহিলী রীতি অনুসন্ধান করে।'

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে : সার্বভৌমত্ব শব্দের ইংলিশ অনুবাদ Sovereignty. এটি ল্যাটিন শব্দ Superanus থেকে উদ্ভব হয়েছে। Superanus শব্দের অর্থ হল, Supreme অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। Sovereignty অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব বলতে একক, অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ, অবাধ ক্ষমতাকেই বুঝায়।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

উন্নত বিশ্বের দাবীদার পাশ্চাত্যের কয়েকজন খুবই নামকরা রাজনৈতিক চিন্তাবিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নে প্রদান করা হলো :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Blackstone এর মতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা :

Sovereign power means the supreme, irresistable, absolute and uncontrolled authority.

সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সর্বোচ্চ, অপ্রতিরোধ্য, চূড়ান্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষকে বুঝায়।

অধ্যাপক বার্জেসের মতে—Sovereignty is the original, absolute power, over the individual subject and over all association of subjects.

সার্বভৌমিকতা হচ্ছে ব্যক্তি প্রজা অথবা প্রজাদের সামষ্টিক সংস্থাসমূহের উপর মৌলিক ও চূড়ান্ত এবং অপরিসীম ক্ষমতা।

John Austin বলেন :

Law is the command of sovereign.

www.nagorikpathagar.org

সার্বভৌমের আদেশই হলো আইন।

Thomas Hobbes এর মতে সার্বভৌম শক্তি সকল আইনের উৎস এবং সকল আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

Austin এর মতে সার্বভৌম শক্তি অসীম এবং তা অন্য কারো আদেশ মত কাজ করে না।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

১। সার্বজনীনতা (Universality)
২। চরমতা (Absoluteness)
৩। অবিভাজ্যতা (Indivisibility)
৪। স্থায়িত্ব (Permanence)
৫। হস্তান্তর অযোগ্যতা (Inalienability)
৬। এককত্ব (Exclusiveness)
৭। ব্যাপকতা (Comprehensiveness)
৮। অভ্রান্ত (Unerring)

সার্বভৌম ক্ষমতা হল চিরন্তন ও শাশ্বত। সার্বভৌমত্ব সর্বব্যাপক ও সার্বজনীন। প্রকৃতিগত দিক থেকে সার্বভৌমত্ব একক ও অবিভাজ্য এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন শক্তি নেই। তদুপরি সার্বভৌমত্বকে বিভক্ত করে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে অর্পণ করা যায় না।

সার্বভৌমত্ব হল অবিচ্ছেদ্য কর্তৃত্ব, যা হস্তান্তর যোগ্য নয়।

সার্বভৌমত্ব হল মৌলিক, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব সীমিত করতে পারে এমন শক্তি নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা অনন্য। অন্য কোন ক্ষমতাই এর তুল্য নয়।

সার্বভৌম শক্তি কোন ভুল করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

সার্বভৌমত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষ কিংবা মানব সমষ্টি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইংল্যান্ডের King in Parliament—রাজা সমেত আইন সভাকে—আইনসম্মত সার্বভৌমত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। এ অভিমত কতটুকু সঠিক, বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত তা যাচাই করে দেখা যাক :

সবাই জানে এককালে বিট্রিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্তমিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটেন এখন সাম্রাজ্য নয়, বিলাতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাজত্ব। সুতরাং অতীতে যাদের উপর King in Parliament এর আদেশ চলত, এখন তা চলে না। তাদের মধ্যে সার্বজনীনতা নেই। আগের কলোনি ও তার বাসিন্দাদের উপর তাদের চরম ক্ষমতা অচল। রাজা-রানী ও আইনসভার সদস্যরা Permanent নন– তাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তাদের সাম্রাজ্যের আওতাধীন রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যাবার কারণে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে ভবিষ্যতে তাও থাকবে কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের অন্যতম বিরাট এলাকা স্কটল্যান্ডের ৪৫% নাগরিক ব্রিটেন থেকে স্বাধীন হবার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

২০১৬ সালে গ্রেটব্রিটেন গণভোটের মাধ্যমে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (E.U.) ত্যাগের সিদ্ধান্ত (Bexit) নেবার পর লন্ডন নগরীর Mayor ব্রিটেন থেকে রাজধানী LONDON কে স্বাধীন করার দাবি উত্থাপন করেছেন। আলামতে মনে হয় গ্রেট ব্রিটেন ভবিষ্যতে আর গ্রেট (great) থাকবে না।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ বা মানব সমষ্টির উপর আরোপিত সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণের যদি অবস্থা এই হয় তাহলে এর চেয়ে কম সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকদের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে এ কথা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, সার্বভৌমত্বের সার্বিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লার উপর প্রযোজ্য আর কারো উপর নয়।

'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি সবকিছুর অগ্র-পশ্চাতের খবর রাখেন। তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমানার আওতাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর সাম্রাজ্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয়, যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনি হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫)

'সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।'

(সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭)

'সাবধান সৃষ্টি যার হুকুম দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।'

(সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ৫৪)

'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন। তিনি রহমান ও রাহিম। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি মালিক-বাদশাহ! অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি নিরাপত্তা। শান্তি নিরাপত্তা দাতা। সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ পবিত্র মহান সেই শিরক থেকে যা লোকেরা করে। তিনি

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তা বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার আকৃতি রচনাকারী।' (সূরা হাশর, আয়াত : ২২-২৪)

'আল্লাহ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন?' (সূরা তীন, আয়াত :৮)

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব)

আল্লাহ তায়া'লার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ তো মানুষের ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে, কাজেই পার্থিব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কার শরণাপন্ন হওয়া যাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল–আল্লাহ তায়া'লা মানুষের কল্যাণের জন্য সকল আইন-কানুন আল-কুরআনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন, সেই জীবন বিধানকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবন ও জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়া'লার হুকুমাত কায়িম করার জন্য মানুষ হচ্ছে তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি)। আর আল্লাহ তায়া'লা প্রদত্ত এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেই মানুষ সমগ্র জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছে। আল্লাহ তায়া'লা সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'সেই মহান আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন।' বস্তুত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এক মহা দায়িত্ব ও পবিত্র আমানত। তিনি এ দায়িত্ব যোগ্য, সৎ ও আল্লাহ-ভীরুদের হাতে অর্পণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তায়া'লা ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ, রাসুল এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে অনুযায়ী সৎ কাজ করবে, আল্লাহ তায়া'লা তাদের প্রতি পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন, যেমন তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন।' অন্য এক আয়াতেও আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেছেন, 'সেই লোকদের পরে আমরা তোমাদেরকেই পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। তোমরা কি রকম কাজ কর তা প্রত্যক্ষ করাই এর মূল্য উদ্দেশ্য।'

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে দুটি কথা স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায় :

এক.

মানুষের মর্যাদা হচ্ছে 'খিলাফতের' [প্রতিনিধিত্বের]; 'সার্বভৌত্বের' নয়। কোনো রাষ্ট্র যদি স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ তায়া'লার হুকুমই চূড়ান্ত ও অকাট্য-বিধান, শাসন বিভাগ এর পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবে না, আইন পরিষদ এর পরিপন্থী কোনো বিধান রচনা করতে পারবে না আর বিচার বিভাগও এর পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারবে না, তাহলেই এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় মূলত আল্লাহ তায়া'লার প্রতিনিধির মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে।

দুই.

খিলাফতের বাহক কোনো ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা শ্রেণি হবে না; বরং সকল মানুষই আল্লাহ তায়া'লার খলিফা বা প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু জনগণ সকলেই একত্রে ও একই সাথে খিলাফতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পরিচালনার যোগ্য হয় না এবং আলাদাভাবেও প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কার্য সমাধা করতে পারে না, সে জন্য খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব সবার পক্ষ থেকে নির্বাচিত খলিফাদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়। খিলাফতে ইলাহিয়্যাহ বা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জনগণের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক হবেন। তিনি সার্বভৌম আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করবেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান নিজে ব্যক্তিগতভাবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে যতদিন পর্যন্ত ইসলামী বিধান অনুসারে পরিচালনা করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত জনগণকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনি বলেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলিল আমরের (রাষ্ট্রপ্রধানের)

www.nagorikpathagar.org

আনুগত্য কর।' যেই মাত্র তিনি আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন করবেন, তার উপরেও আল্লাহর আইন কার্যকর হবে এবং সে ক্ষেত্রে জনগণ তাঁর আনুগত্য করবে না। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'স্রষ্টার বিধান অমান্য করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' 'আল্লাহর নাফরমানী করে কারো কোনো ধরনের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য করতে হবে কেবল মা'রূফ অর্থাৎ বৈধ ও সৎ কাজে।' 'মুসলিম ব্যক্তিকে সব সময় আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে চলতে হবে, চাই ইচ্ছায় হোক, কিংবা বাধ্য হয়ে হোক, যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজের আদেশ করা হয়। কিন্তু কোনো পাপ কাজের হুকুম দেয়া হলে তা কোনোভাবেই মানা যাবে না।'

এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হবে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব তাঁরা হবেন আল্লাহর বিধানের অধীন। তাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক কাজ করবেন। অর্থাৎ মানুষ [জনগণ, জনপ্রতিনিধি, খলিফা] যে অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তা অসীমও নয়, নয় নিরঙ্কুশ; বরং তা আল্লাহর অসীম, সর্বাত্মক সার্বভৌমত্বের অধীন, তাঁরই দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য দেয়া তাঁরই হুকুম আহকামের মাধ্যমে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, মানুষের ক্ষমতা হচ্ছে প্রয়োগের, বাস্তবায়নের এবং কার্যকরকরণের। এ শক্তি অসীমও নয়, জন্মগতও নয়, নয় নিজস্ব অর্জিত। কাজেই সেই ক্ষমতা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। পারে না আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো কাজে তা প্রয়োগ করতে। যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ এসেছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠার জন্যই। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। নবী-রাসুলগণ ছিলেন সে আইনের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, '(হে নবী), আমার বান্দাহদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য নেই। তোমার রবের আধিপত্যই যথেষ্ট।'

www.nagorikpathagar.org

মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকারী ছিলেন। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ছিলেন মাদানী রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুত মদিনা রাষ্ট্রে আল্লাহ তায়া'লাই ছিলেন সার্বভৌমত্বের অধিকারী আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, '(হে নবী), পূর্ণ সততার সাথে আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে করে আল্লাহর দেখানো হেদায়াতের মাধ্যমে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।' 'আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা কর। তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না। সাবধান থেকো, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিমজ্জিত করে আল্লাহর অবর্তীণ বিধান থেকে এক বিন্দুও বিভ্রান্ত করতে না পারে।' '(হে নবী), বলে দাও, আমি এ কিতাবকে নিজের তরফ থেকে পরিবর্তন করার অধিকারী নাই। আমি তো কেবল সেই ওহীরই আনুগত্য করি, যা আমার প্রতি নাজিল করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই, তাহলে আমার কঠিন দিন সম্পর্কে ভয় হয়।'

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামে জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়; জনগণের প্রতিনিধিত্বই কাম্য। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দল বা শ্রেণির একচেটিয়া শাসন ক্ষমতা ইসলাম সমর্থন করে না। আধুনিক গণতন্ত্র জনগণের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের যে নীতি পেশ করেছে, তা বাস্তবতার দিক থেকেও ভ্রান্ত, পরিণামের দিক দিয়েও অত্যন্ত মারাত্মক।

প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র তিনিই, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন, যার ইচ্ছার উপর মানবজাতির ও সমগ্র

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং যার শক্তিশালী আইনের বন্ধনে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু আবদ্ধ। তাঁর বাস্তব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বের বাইরে যে সার্বভৌমত্বের দাবী করা হোক না কেন তা নিছক বিভ্রান্তি বৈ অন্য কিছু নয়। এ বিভ্রান্তির আঘাত প্রকৃত সার্বভৌমের গায়ে লাগবে না; বরঞ্চ লাগবে সে নির্বোধ সার্বভৌমত্বের দাবীদার ব্যক্তি মানুষ কিংবা মানবগোষ্ঠীর ওপর, যে তার আপন মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর।

বস্তুত আল্লাহ তায়া'লাকে সার্বভৌম মেনে নিয়ে মানবজীবনের শাসন ব্যবস্থা খিলাফতের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ খিলাফত নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক হতে হবে। স্বাধীন জনমতের ভিত্তিতেই সরকার প্রধানের নির্বাচন হতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই শূরা বা পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবেন। তাঁদের পরামর্শক্রমেই সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম চলতে থাকবে। কিন্তু এসব কিছু এ অনুভূতি নিয়েই করতে হবে যে, দেশ আল্লাহ তায়া'লার—আমরা দেশের মালিক নই; বরং তাঁর প্রতিনিধি। আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব প্রকৃত মালিকের নিকট দিতে হবে। আমাদের শূরা বা পার্লামেন্টের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এ হতে হবে যে, আল্লাহ তায়া'লার কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহই হবে সকল আইনের উৎস। যে সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লার আইনে সুস্পষ্ট হিদায়াত নাই, সে সব ব্যাপারে পার্লামেন্ট বা শূরা পরামর্শের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে পারবে।

—

www.nagorikpathagar.org

মুদ্রণ	:	পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ১১২, আল-ফালাহ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট।
মুঠোফোন	:	০১৭১২-৮৬৮৩২৯
প্রকাশকাল	:	জানুয়ারি ২০১৯
শুভেচ্ছা মূল্য	:	৫০ টাকা
প্রচ্ছদ	:	ওয়াজিহা মাহমুদ মানহা
E-mail	:	foysol_sylhet@yahoo.com